৩।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 8 APR 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষা

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সে ভিত্তি কতটুকু সুদৃঢ় হচ্ছে সে প্রসঙ্গে কিছু কথা।

বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯০ সালের মধ্যে আমাদের প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হবে। আর এ কারণে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ করা হচ্ছে। গত বছর যারা স্কুলের ছাত্র ছিল তাদের প্রত্যেকেই পরবর্তী শ্রেণীর এক সেট নতুন বই পেয়েছে। পরীক্ষা এবং পাসের কোন প্রশ্ন নেই, কথা হল ছাত্র হলেই পরবর্তী শ্রেণীর বই। আর যেহেতু বিনামূল্যের বই সুতরাং সরবরাহ করতে কোনই কৃপণতা নেই।

জনৈক অভিভাবককে দেখতে পেলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা কাটাকাটি করছে। একটু অগ্রসর হয়ে জানতে পারলাম ভদ্রলোকের ছেলেটির ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে পরিচয় নেই। এমনকি পরীক্ষায় ফেল করা অবস্থাতেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং নতুন বই দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথা হলো ছেলেটি প্রথম শ্রেণীতেই থাকুক। আর প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য হল, পাস-ফেলের কোন ব্যাপার নেই। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরের শ্রেণীতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং আগামীতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোন পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হবে না। এমতাবস্থায় কোন ছাত্রকেই একই শ্রেণীতে রাখার সরকারের কোন সিদ্ধান্ত নেই। তাই তিনি অপারগ।

এমতাবস্থায় প্রতিটি অভিভাবক মহল যে কি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ স্কুলে পরীক্ষা ও পড়া কিছুই হচ্ছে না।

আবারও গৃহশিক্ষক। আমাদের এ দরিদ্র-পীড়িত পল্লীতে কয়জনের পক্ষে গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব? তাই শিক্ষিতের হার দিন দিন বাড়বে না বই কমবে। নাম স্বাক্ষরকে যদি শিক্ষা বলা যায়, আর স্বাক্ষর দানে সক্ষম জনগণকে যদি শিক্ষিত বলা যায় সে অর্থে দেশে শিক্ষার হার বাড়বে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছাত্র সমাজ আমাদের জাতিকে কতটুকু অগ্রগতি দিতে পারবে সেটা আজ প্রশ্ন।

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, প্রাথমিক জীবনে পাস-ফেল এবং পরীক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে সুদূর প্রসারী ছায়া ফেলে। এ সুমহান শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়ে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে যে অরাজকতা এবং জ্ঞানশূন্যতার পরিচয় দেবে তা আজই ভেবে দেখা উচিত। নতুবা কোন দিনই সেই ভুলের মাশুল দিয়ে শেষ করা যাবে না।

বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে অনুরোধ, প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলোতে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং পাস-ফেলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক ছাত্রদের উপরের শ্রেণীতে তোলা হোক। এ প্রসঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। আর এ সিদ্ধান্তের প্রতি আকুলভাবে তাকিয়ে আছে দরিদ্র অভিভাবক মহল।

—খন্দকার মামুন-অর-রশিদ